কবরের আযাবের মৌলিক কারণ

23 April 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

কবরের আযাবের মৌলিক কারণ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত.. 4

বয়ান শোনার নিয়্যত.. 5

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের আযাব দেখেছেন........................ 5

কবরের আযাব হক.. 6

এই উম্মতকে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে........................ 7

কবরের আযাবের কিছু ঝলক.. 8

কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন........................ 10

২টি বিপজ্জনক গুনাহ.. 11

কবরের আযাবের ৩টি মৌলিক কারণ........................ 13

আগুণের পেরেক.. 13

পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা.. 13

অযু ছাড়া নামায পড়ার শাস্তি.. 15

কাযা করে নামায পড়ার শাস্তি.. 17

বে-নামাযীর পরিণাম.. 18

বে-নামাযীর ভয়ংকর পরিণাম.. 18

সাহাবীর শানে বিয়াদবী করার পরিণাম........................ 19

সাহাবীর কবরকে অবমাননা করার পরিণাম........................ 19

সাহাবীরা হলেন আসমান নির্দেশনার তারকা........................ 19

সাহাবীর অবমাননাকারীর উপর লানত........................ 20

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: মাদানী কোর্স.......... 20

ঘরে দ্বীনি মহল বানানোর মাদানী ফুল........................ 21

ঘোষণা.. 22
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 23
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 23
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 23
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 24
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 24
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 24
(৬) দরূদে শাফায়াত:.. 25
(১) এক হাজার দিনের নেকী 25
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 25
ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর অবশিষ্ট মাদানী ফুল 26
কুমন্ত্রণা দূর করার সময় পড়ার দোয়া 27
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি.. 28
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 29
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী... 31
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 31
মাসিক ৪টি নেক আমল.. 32
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 32
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দোয়া.................................... 32

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ অনুবাদ: যে আমার প্রতি

দিনে একহাজার (১০০০) বার দরুদ শরীফ পড়বে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেয়।

(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ২/৩২৪, হাদিস: ২৫৯০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের আযাব দেখেছেন

হযরত আবু উমামা বাহিলি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একজন সাহাবিয়ে রাসূল ছিলেন, তিনি বলেন: একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২টি কবরের পাশ দিয়ে তাশরিফ নিলেন আর বললেন: এখানে কি অমুক অমুককে দাফন করা হয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم আরয করলেন: জি হ্যাঁ! (ইয়া

রাসূলাল্লাহ !صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। বললেন: নিশ্চয় এখন অমুককে বসানো হয়েছে এবং তাকে প্রহার করা হচ্ছে। ওই সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তাকে এমনভাবে প্রহার করা হয়েছে যে, তার শরীরের প্রতিটি জোড়া ভেঙ্গে গিয়েছে, নিশ্চয় তার কবর আগুণে ভরে গিয়েছে এবং সে এমন একটি চিৎকার দিয়েছে যেটা জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত প্রত্যেক সৃষ্টিরা শুনেছে। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ !صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের অপরাধ কী? বললেন: তাদের মধ্যে একজন হলো, যে প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকতো না আর অপরজন মানুষের মাংস খেত (অর্থাৎ গীবত করত)। **(আহওয়ালুল কুবুর, পৃ:৯৪)**

কবরের আযাব হক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে হেফাযত করুক...!! মনে রাখবেন! কবরের আযাব হক, সত্য, এই কথাটি একদম সঠিক যে, এই উম্মতকে কবরে আযাব দেওয়া হবে। কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় এই ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ পাক বলেন:

مِمَّا خَطِیۡٓـٰٔتِہِمۡ اُغۡرِقُوۡا فَاُدۡخِلُوۡا نَارًا ۬ۙ

(পারা ২৯, সূরা নূহ, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তাদেরকে তাদের কেমন পাপরাশির কারণে নিমজ্জিত করা হয়েছে। অতঃপর আগুণে প্রবেশ করানো হয়েছে।

এই আয়াতের তাফসীরে লিখা হয়েছে: এই আগুণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দোযখের আগুণ (অর্থাৎ কবরের আযাব) অর্থাৎ এই গুনাহসমূহ ও নাফরমানীর কারণে কবরের ভেতরে আগুণে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

(রুহুল মাআনী, পারা: ২৯, সূরা নূহ, আয়াতের পাদটীকা: ২৫, খন্ড: ১৫, পৃ: ১২৫)

বরযখ কী

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: কবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আলমে বরযখ যার শুরু প্রতিটি মানুষের মৃত্যু থেকে হয়ে থাকে আর শেষ হয় কিয়ামতের দিন, সুতরাং যেই লাশ দাফন করা হয়নি বরং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বা ডুবে গিয়েছে অথবা সেটাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে তারও কবরের হিসাব ও শাস্তি হবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ১/১২৫)

এই উম্মতকে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে

হযরত যায়েদ বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার খচ্চরের উপর আরোহন করে একটি বাগানে তাশরিফ নিলেন, হঠাৎ খচ্চর ভয়ে লাফাতে শুরু করল, দেখা গেল সেখানে চার, পাঁচটি কবর ছিল, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: এই কবরবাসীদের পরিচয় জানে কে? এক ব্যক্তি বলল: আমি জানি। বললেন: তারা কবে মারা গিয়েছে? বলল: শিরক ও কুফর অবস্থায় মারা গিয়েছিল। এতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: নিশ্চয় এই উম্মত তাদের কবরে পরীক্ষিত হবে। যদি এই ভয় না থাকত যে, তোমরা লাশ দাফন করা ছেড়ে দিবে তবে আমি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতাম যে, এই কবরের আযাব যা আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমরাও যেন শুনতে পারো।

(মুসলিম, পৃ:১০৯৯, হাদিস: ২৮৬৭)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সফরে ছিলাম আর তিনি তাঁর বাহনে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাহনটি লাফাতে শুরু করল, আমি আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কী হয়েছে? বললেন: সে ওই ব্যক্তির আওয়াজ শুনেছে যাকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

(মু'জামু আউসাত, ২/৩০৪, হাদিস: ৩৩৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কবরের আযাবের কিছু ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ের স্থান...!! আহ! ✫ কবর প্রাথমিক পর্যায়ে সংকীর্ণ থাকে ✫ অতঃপর অত্যন্ত ভয়াবহ অন্ধকার ✫ একাকীত্ব ✫ নিকট আত্মীয় ✫ বন্ধু - বান্ধব ও দুনিয়ার সমস্ত মালপত্র ছেড়ে যাওয়ার অনুশোচনা...!! মানুষের হৃদয় ব্যথিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট কিন্তু আফসোস...!! ✫ যে গুনাহগার ✫ আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমান ✫ নামায কাযা করে ✫ যাকাত ফরয হওয়ার পর আদায় করে না ✫ এক মুষ্ঠির চেয়ে কম দাঁড়ি মুন্ডানোকারী ✫ মাতা-পিতার অবাধ্যতাকারী ✫ গীবত ও চোগলখোর ব্যক্তি ✫ গান বাজনা শ্রবণকারী ✫ সিনেমা - নাটক দেখে এমন ব্যক্তি ✫ মুসলমানদেকে অন্যায়ভাবে কষ্টদানকারী ✫ গরীবদেরকে কষ্টদানকারী ✫ অন্যের হক তথা অধিকার নষ্টকারী ✫ আহ! যারা নাফরমান ✫ গুনাহের বাজার গরমকারী, আল্লাহ না করুক, যদি তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় আর কবরে গুনাহের কারণে পাকড়াও করা হয় তবে সেই একাকীত্ব, ভয়াবহতা ও সীমাহীন অনুশোচনার সাথে সাথে আযাবও অসহনীয় হতে পারে, হ্যাঁ! হ্যাঁ! কবরের

আযাব অত্যন্ত কঠিন ✯ যখন গুনাহগারকে কবরে রাখা হয় তখন কবরটি অনেক অত্যন্ত কঠোর স্বরে তিরস্কার করে ✯ এরপর কবরের দেওয়ালসমূহ একটি অপরটির সাথে মিলতে শুরু করে, মিলতে মিলতে এমনভাবে মিশে যায় যে, মৃত ব্যক্তি লাশ দেওয়ালগুলোর মাঝখানে এসে পিষে যায় এবং তার পাঁজরের হাড়গুলো একটা আরেকটার মধ্যে ঢুকে যায় ✯ কবরে আগুণও জ্বলতে পারে ✯ সাঁপ ও বিচ্ছু দংশন করতে পারে ✯ আযাব প্রদানকারী ফেরেশতারা লোহার হাতুড়ি দিয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রহার করবে ✯ অনেক গুনাহগারের উপর একটি অন্ধ ও বোবা পশু নিয়োজিত করে দেওয়া হবে, যার কাছে লোহার বড় হাতুড়ি থাকবে, সে ওই হাতুড়ি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে প্রহার করে ✯ কিছু কিছু মৃত ব্যক্তিকে এমনভাবে মারা হয় যে, তার শরীর গলে বয়ে যায় এরপর আবারও আগের মত হয়ে যায় এরপর পুনরায় মারা হয় ✯ অনেকের কবরের বড় বড় ভয়ংকর সাপ নিয়োজিত করা হয় ✯ অনেকের কবরে আগুণের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় ✯ আর অনেককে আগুণের পোশাক পরিধান করিয়ে দেওয়া হয়।

হে আশিকানে রাসূল! একটু ভাবুন! আমরা কী এরকম আযাব সহ্য করতে পারবো...!! আহ! জান বের হওয়ার কষ্ট তো তার স্ব স্থানে, দুনিয়ার ছেড়ে যাওয়া ব্যথা আপন জায়গা, কবরের একাকীত্ব, ভয়াবহতা, গহীন অন্ধাকার, এসবকিছু আপন স্থানে, এগুলোর সাথে আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক...!! যদি আমাদের উপর কোন আযাব নিয়োজিত করা হয় একটু ভেবে দেখুন তো...!! কল্পনা করুন! তখন যাবো কোথায়...!! কাকে ডাকবো...!! কার কাছে সাহায্য চাইব...!! এই কঠিন আযাব থেকে কিভাবে মুক্তি পেতাম?

আল্লাহ পাক দয়া করুক! হায়! তাঁর যেন রহমত হয়, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেন দয়া করেন, ব্যস! এরই সদকাই আযাব থেকে মুক্তি মিলবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা এমন একটি কঠিন আযাব, বিশ্বাস করুন! যদি এই আযাবে ফেসে যান তবে অনেক বেশি কঠিন হবে, আজ আমরা জীবিত রয়েছি, এখনো সুযোগ আছে, আমাদের উচিত কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, হযরত জাবের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, একবার রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাগানে তাশরিফ নিলেন, ওখানে জাহিলি যুগে মারা যাওয়া কিছু মানুষের কবর ছিল, রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ওই কবরসমূহে হওয়া আযাবের কথা শুনলেন তখন অস্থির হয়ে বাহিরে তাশরিফ নিলেন আর বললেন: اِسۡتَعِيۡذُوۡا بِاللّٰهِ مِنۡ عَذَابِ الۡقَبۡرِ আল্লাহ পাকের দরবারে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো...!! **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১১/১৭১, হাদিস: ২৭৮০৩)**

আসুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের উপর আমল করার নিয়তে আশ্রয় প্রার্থনা করি: نَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنۡ عَذَابِ الۡقَبۡرِ (আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিতে আমরা যেন কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকি, এর সাথে সাথে ওইসব গুনাহ

থেকেও বাঁচতে থাকি যা আমাদের কবরের আযাবের কারণ হবে। আসুন! এমন কিছু গুনাহের ব্যাপারে শ্রবণ করি:

২টি বিপজ্জনক গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শুরুতে আমরা যেই হাদিসে পাক শুনেছি, ওই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, গীবত করা এবং প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকা অনেক বড় একটি ভয়ানক গুনাহ। এই গুনাহের কারণে ওই কবরবাসীদের আযাব দেওয়া হচ্ছিল আর রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের ব্যাপারে বলেছেন: مَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ অর্থাৎ তাদের আযাব এমন কোন গুনাহের কারণে হচ্ছে না, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন।

বোঝা গেল! গীবত ও প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকা এমন কোন গুনাহ নয় যে, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন কিন্তু আফসোস! আজকাল অবস্থা তো উল্টো, বর্তমান সময়ে নেকী করা খুব কঠিন ও গুনাহ খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। এমন গুনাহ যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা কঠিন নয়, আমাদের সমাজ এসব পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। গীবতের কথাই ধরে নিন! ☆ কারো অনুপস্থিতিতে তার মন্দ বিষয়াদি বলাকে গীবত বলে। গীবত নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে ☆ ব্যস ২ ব্যক্তি যদি কোথাও বসে যায়, গীবত, চোগলী ☆ ঘরের মধ্যে গীবত ☆ বাজারে দোকানদাররা একজন আরেকজনের গীবত করে ☆ অফিসার গীবত, চোগলখোরী ☆ বন্ধুদের বৈঠকে গীবত, চোগলী মোটকথা এই গুনাহটি এমনভাবে বেড়ে গিয়েছে যে, ব্যস আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয়...!!

আজকাল এটা থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। ভেবে চিন্তে কথা বলার অভ্যাস তো একদম নাই বললেও চলে, সুতরাং ভালো শিক্ষিত লোকেরাও আলাপের মধ্যে অসাবধানতার শিকার হয়, গীবত হচ্ছে, চোগলী হচ্ছে, মিথ্যা বলছে কিন্তু অনুভব পর্যন্ত হয় না যে, আমি এখন যেই কথাটি বলেছি, এটা কত অপরাধ, ব্যস মুখ শুধু চলতেই থাকে এবং গুনাহের উপর গুনাহ করতেই থাকে ✫ একইভাবে প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকার বিষয়টি ✫ অসভ্য লোকেরা রাস্তায়, দেওয়ালের সামনে প্রস্রাব করে, এই নির্লজ্জকর কাজ যেখানে একটি খারাপ কাজও বটে, ঠিক তেমনিভাবে প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকাও নিজের জন্য অনেক কঠিন হয়ে থাকে আর সাধারণত এমনটি যারা করে তারা নিজেকে নাপাক ছিটা থেকে বাঁচানোর চেষ্টাও করে না ✫ অনেক সময় W.C (অর্থাৎ শৌচাগারে বসার সিট) গভীর কম করে থাকে, এই অবস্থায়ও সাধারণত পায়ের নাপাক ছিটা থেকে বেঁচে থাকাটা কঠিন হয়ে যায়, যারা নাপাকির বিধান জানে না বা যারা নামাযের অভ্যস্ত নয়, তাদের সাধারণত এদিকে মনোযোগ খুব কম হয়ে থাকে, শৌচাগারের পর হাত তো ধূয়েই নেয় কিন্তু পা নাপাক রয়েই যায় ✫ বরং এখন তো দাড়িয়ে প্রস্রাব করার প্রচলনও বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে এয়ারপোর্ট (Airport) এবং অন্যান্য অনেক স্থানে দাড়িয়ে প্রস্রাব করার নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে, এই অবস্থায়ও শরীর ও কাপড়কে প্রস্রাবের নাপাক ছিটা থেকে বাঁচানো অনেক কঠিন বিষয়। মনে রাখবেন! নিজেকে প্রস্রাবের ছিটা থেকে না বাঁচানো কঠিন গুনাহ। অদৃশ্যের বিষয়ে অবগত নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: প্রস্রাব থেকে বাঁচো! সাধারণত কবরের আযাব এই কারণেই হয়ে থাকে।

(সুনানুদ দারামী কুতনী, ১/৯৮, হাদিস: ৪৫৮)

কবরের আযাবের ৩টি মৌলিক কারণ

হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কবরের আযাবকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (১): এক তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে (২): এক তৃতীয়াংশ চোগলীর কারণে (৩): আরেক তৃতীয়াংশ আযাব প্রস্রাব (এর ছিটা থেকে নিজেকে না বাঁচানোর) কারণে হয়ে থাকে। **(মাওসুআ ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/৩৫৫, হাদিস: ৫২)**

আগুণের পেরেক

একবার খলিফা আব্দুল মালিকের পাশে এক ব্যক্তি আসল যে কাফন চুরী করত, সে খলিফাকে এমন ৫টি কবরের অবস্থা সম্পর্কে বলল যেগুলো তাকে তাওবা করার প্রতি ধাবিত করল। এর মধ্যে একটি কবরের অবস্থা বলতে গিয়ে সে বলল: একবার আমি একটি কবর খনন করলাম তো সেখানে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখেছিলাম। মৃত ব্যক্তির জিহ্বা সামনের দিকে বের করা ছিল এবং তার শরীরে আগুণের পেরেক বিদ্ধ ছিল। অদৃশ্য আওয়াজ বলল: সে গীবত করত, চোগলী করত এবং মানুষদেরকে পরস্পর ঝগড়া লাগিয়ে দিত। **(কাফন চোর কী ইনকিফাশাত, পৃ:৫)**

পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উপর আবশ্যক হলো কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য গীবত থেকেও বেঁচে থাকা, চোগলী থেকেও বেঁচে থাকা এবং সাথে সাথে কবরের আযাবের আরও একটি কারণ বলা হয়েছে: প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকা...!! এই মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাও আবশ্যক এবং জরুরী। ☆ স্বয়ং নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

প্রকৃতিরও দাবি ✫ এবং শরীয়তের হুকুম ✫ যেই ব্যক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে আল্লাহ পাকের নিকট প্রশংসাযোগ্য ✫ ধনী হোক বা গরীব প্রতিটি অবস্থায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক সম্মানী ✫ একজন মুসলমানের এটি একটি ইসলামী নিশান যে, সে তার শরীর, নিজের ঘর ও মালপত্র, নিজের দরজা এবং আঙিনা ইত্যাদি প্রতিটি জিনিসের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে সব সময় খেয়াল রাখবে। নোংড়ামী মানুষের মান ও সম্মানের গুরুতর শত্রু; এজন্য প্রত্যেক নর ও নারীকে সব সময় পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়তে হবে ✫ পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা দ্বারা স্বাস্থ্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় ✫ আর অসংখ্য বরং হাজারো রোগ - ব্যাধি দূরীভূত হয়।

✫ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাক পবিত্র (তিনি) পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, (তিনি) পরিচ্ছন্ন (এবং) পরিচ্ছন্নতাকে পছন্ত করেন। (তিরমিযী, পৃ:৬৫৪, হাদিস: ২৭৯৯) ✫ এক হাদিসে পাকে বলা হয়েছে: اَلطَّھُوْرُشَطْرُالْاِیْمَان অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (মুসলিম, পৃ:১০৬, হাদিস: ২২৩) অপর এক হাদিসে পাকে রয়েছে, اَلنَّظَافَۃُ تَدْعُوْ اِلَی الْاِیْمَانِ পবিত্রতা ঈমানের দিকে ধাবিত করে। (ফয়যুল কদীর, ৩/৩৫৬, হাদিসের পাদটীকা: ৩৩৬৯) ✫ আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: بُنِیَ الدِّیْنُ عَلَی النَّظَافَۃِ অর্থাৎ দ্বীনের ভিত্তি হলো পবিত্রতার উপর। (আশ শিফা, ১/৫৬) আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতা নসীব করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

অযু ছাড়া নামায পড়ার শাস্তি

হযরত আমর বিন শুরাহবিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলো, লোক তাকে পরহেযগার মনে করত কিন্তু যখন সে তার কবরে গেল তখন ফেরেশতারা বলল: আমরা তোমাকে আযাবের ১০০টি চাবুক মারব। সে বলল: তোমরা আমাকে কেন মারবে, আমি কি পরহেযগার ছিলাম না? আচ্ছা! ৫০ চাবুক মারব। সে বলল: আমি কি পরহেযগার ছিলাম না? এইভাবে ওই ব্যক্তি আর ফেরেশতাদের মাঝে আলাপ হতেই রইল, অবশেষে এই কথার উপর একমত হলো যে, ফেরেশতারা তাকে এক চাবুক মারবে। ব্যস সেই চাবুক মারার দেরী ছিল যে, কবরে আগুন জ্বলে উঠল এবং লাশটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর অবস্থা ঠিক আগের মতই হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল: তোমরা আমাকে এই চাবুকটি কী কারণে মারলে? ফেরেশতারা বলল: একদিন তুমি অযু ছাড়া নামায পড়েছিল আর একদিন এক অসহায় তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে (সামর্থ থাকা সত্বেও) সাহায্য করো নাই।

(মুসান্নিফ ইবনে শায়বা, ৮/২১৫, হাদিস: ১৩)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখুন! কত কঠিন কথা, ওই ব্যক্তি নামায পড়ত, নেক কাজ করত, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকত, নেককার ছিল, পরহেযগার ছিল কিন্তু...!!

ওই নেককার ব্যক্তির ভুল হয়েছে, একদিন সে অযু করা ব্যতীত নামায পড়েছে, অতএব এমন কঠিন আযাব হয়েছে...!! ফেরেশতারা তাকে শুধুমাত্র এক চাবুক মেরেছে, যা দ্বারা তার কবরে আগুণ জ্বলে উঠল এবং সে মৃত ব্যক্তিটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল !!...اَلْاَمَان وَالْحَفِيظ

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে হেফাযত করুক! আমাদের উচিত অযু শুদ্ধ করা...!! আফসোস! আজকাল মানুষ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে, দুনিয়ার ইলম তো সব জানে কিন্তু দ্বীন শিখার সুযোগ হয় না...!! হয়তো হাজার নয় বরং লাখো লাখো মুসলিম এমন থাকবে, যারা সঠিকভাবে অযু করতে জানেও না, জি হ্যাঁ! এটি সত্য ✮ লক্ষ লক্ষ মুসলমান এমন থাকবে যারা অযুর ফরয কয়টি সেটাও জানে না ✮ অতঃপর আমাদের সমাজে তো তাড়াতাড়ি অযু করার অভ্যাসও দেখা যায় ✮ প্রথমতো মসজিদে আসার তো কোন সুযোগ নেই তাদের আর যারা মসজিদে এসেই যাই, তাদের মধ্যে একটি সংখ্যা এমন রয়েছে যারা খুব দ্রুত দ্রুত অযু করে থাকে ✮ কারো কনুই শুকনো থেকে যায় ✮ কারো পায়ের গোড়ালিতে পানি পোঁছায় না ✮ কেউ মুখে পানি মেরে দিয়ে মনে করে যে মুখ ধোয়া হয়ে গেছে অথচ কপালের কিছু অংশ ✮ চিবুকের কিছু অংশও শুকনো থেকে যায়, অতএব, আমরা দ্রুত অর্ধ-ওযু করে নামায শুরু করি...!! মনে রাখবেন! অযু হলো নামাযের চাবি, অযু পরিপূর্ণ না হলে তো নামাযই শুরুও হয় না। কিন্তু আফসোস! আমরা যে অযু শিখব সেটার সুযোগও নেই, ব্যস এইভাবে অর্ধ অযু করে নামায পড়া শুরু করে দিই এবং চিন্তাই করি না যে এটাও একটি গুরুতর ভুল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✮ নিজের অযু শুদ্ধ করতে এবং অযুর ফযিলত সম্পর্কে জানতে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা অযুর পদ্ধতি পড়ে নিন! ✮ একইভাবে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ اَلْحَمْدُ لِلّٰه! তাহারাত কোর্স এবং ফয়যানে নামায কোর্সও করানো হয়, সংক্ষিপ্ত কোর্স,

এই কোর্সটি করে নিন! !اِنْ شَآءَ الله অযু, নামায ইত্যাদি সম্পর্কে ফরয ইলম শিখা নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাযা করে নামায পড়ার শাস্তি

হযরত আমর বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তির বোন ইন্তেকাল করল তাকে কাফন ও দাফন করা হলো, যখন তাকে দাফন করে চলে আসল তখন মনে পড়ল যে, টাকার থলে কবরে পড়ে গেছে। সে তার সাথে একজন লোককে নিল এবং কবরস্থানে গিয়ে থলেটি বের করার জন্য নিজের বোনের কবর খনন করল! থলে পেল, অতঃপর সে তার সাথে থাকা লোকটিকে বলল: তুমি একটু দূরে যাও যাতে আমি আমার বোনের অবস্থাটা একটু দেখতে পারি। সে একটি ইট সরালো তো কবরে একটি হৃদয় বিদারক দৃশ্য তার সামনে ছিল, সে দেখল তার বোনের কবরে দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলছে! যে যখন কবরে মাটি দিয়ে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে আসল আর জিজ্ঞাসা করল: আমার প্রিয় আম্মা! আমার প্রিয় বোনের আমল কেমন ছিল? তিনি বললেন: পুত্র কেন জিজ্ঞেস করছ? সে বলল: আমি আমার বোনের কবরে আগুণের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে দেখেছি। এটা শুনে মাও কাঁদতে লাগল আর বলল: আফসোস! ✯ তোমার বোন নামাযে অলসতা করত এবং ✯ প্রতিবেশীদের দরজায় কান লাগিয়ে তাদের গোপন কথা শুনত। (মাওসুআ ইবনে আবি দুনিয়া, ৭/৭৫, নং: ৯৭)

বে-নামাযীর পরিণাম

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শিক্ষনীয় ঘটনার দিকে একটি মনোযোগ দিন! ভেবে দেখুন যেখানে নামায কাযা করার এই শাস্তি যে, তার কবর জাহান্নামের গর্তে পরিণত হয়। সুতরাং যারা জীবনের শুরু থেকেই নামায পড়ে না তাদের আযাব কি পরিমাণ ভয়ংকর হবে। হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এক কাফন চোর তাওবা করল এবং তার জীবনের একটি ঘটনা বলতে গিয়ে বলল: একবার যখন আমি কাফন চুরী করার উদ্দেশ্যে কবর খনন করলাম একজন কালো মুর্দা মুখ বের করে দাঁড়িয়ে গেল! তার চারদিকে আগুণ জ্বলছিল, ফেরেশতারা তার গলায় শিকল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। ওই ব্যক্তি আমাকে দেখে ডাক দিল: ভাই! আমি অনেক পিপাসার্ত আমাকে একটু পানি পান করাও। ফেরেশতারা আমাকে বলল: সাবধান! এই বে-নামাযীকে পানি দিবে না। অতঃপর আমি সাহস করে ওই কবরবাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে ছিলে আর তোমার অপরাধ কী? সে বলল: আমি মুসলমান ছিলাম কিন্তু আফসোস! আমি আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছি এবং আমার মত অনেক গুনাহগার আযাবে গ্রেফতার রয়েছে। **(কাফন চোরের বর্ণনা,পৃ: ২,৩)**

বে-নামাযীর ভয়ংকর পরিণাম

اَللّٰه! اَللّٰه! হে আশিকানে রাসূল! নিজেদের নামাযের কথা চিন্তা করুন! ☆ নিশ্চয় বে-নামাযীর প্রতি আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হোন ☆ যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়, তার নাম জাহান্নামের ওই দরজায় লিখে দেওয়া হয় ☆ নামাযে অলসতা করা ব্যক্তিকে কবর এমনভাবে চাপ দিবে যে, তার হাড়সমূহ ভেঙ্গে একটা আরেকটির মধ্যে

ঢুকে যাবে ✯ তার কবরে আগুণ জ্বলে উঠবে ✯ তার উপর একটা টাক ওয়ালা সাপ নিয়োজিত করে দেওয়া হবে ✯ এবং কিয়ামতের দিন তার হিসাব নেওয়া হবে খুব কঠিনভাবে।

সাহাবীর শানে বিয়াদবী করার পরিণাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের আযাবের বড় কারণ হলো সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ ও নেককার ব্যক্তিদের সাথে বিয়াদবি করা। যেমন হযরত হযরত আবু ইসহাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমাকে এক মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর জন্য ডাকা হলো, যখন আমি তার মুখের কাপড় সরালাম তখন দেখলাম যে, তার ঘাড়ে একটি সাপ জড়ানো ছিল, লোকেরা বলল যে, এই ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ গালমন্দ করত। **(শরহুস সুদূর, ৫ পৃ:১২৫)** এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, এই বান্দা পূর্বেকার বুযুর্গদের গালমন্দ করত। **(মাওসুআ ইবনে আবি দুনিয়া, ৬/৮৩, নং: ১২৯)**

সাহাবীর কবরকে অবমাননা করার পরিণাম

হযরত ইমাম আ'মাশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এক ব্যক্তি হযরত ইমাম হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কবর মুবারকে প্রস্রাব করে দিল। কাজেই সে পাগল হয়ে গেল আর কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে লাগল , এমনকি যখন সে মরে গেল তার কবর থেকেও চিৎকার ও ঘেউ ঘেউ এর আওয়াজ শোনা গেল। **(শরহুস সুদূর, পৃ:১২৬)**

সাহাবীরা হলেন আসমান নির্দেশনার তারকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! !مَعَاذَاللّٰہ সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ গালমন্দ করা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ, নিজের কবরকে জাহান্নামের গর্ত

বানানোর এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। (গীবতের ধ্বংসলীলা, পৃ:১৯৬) সমস্ত সাহাবীরা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের চেয়ে উত্তম। তাঁরা সেই মুবারক ব্যক্তিত্ব, যাঁদের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ আমার সাহাবারা হলো নক্ষত্রের ন্যায় তোমরা তাঁদের মধ্য থেকে যাঁকেই অনুসরণ করবে, হেদায়েত পাবে। (কাশফুল খফা, ১/১১৮, পৃ: ৩৮১)

সাহাবীর অবমাননাকারীর উপর লানত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তার উপর আল্লাহ পাক, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত হোক, যে আমার কোন সাহাবীকে গালি দেয়। (কানযুল উম্মাল, অংশ: ১১, ৬/২৪২, হাদিস: ৩২৪৭৪) অপর এক হাদিসে পাকে রয়েছে: যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা আমার সাহাবীকে গালমন্দ করে তখন তোমরা বলো যে, তোমাদের এই মন্দ কাজের উপর আল্লাহর লানত হোক। (তিরমিযী, ৮৭০ পৃ:, হাদিস: ৩৮৭০)

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم তো সকলে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান তাঁদেরকে মন্দ বলাটা স্বয়ং তোমাদের দিকে ফিরে যায় এবং সেটার পরিণতি তোমাদের উপরই পড়ে থাকে। (মিরাতুল মানাজীহ, ৮/৩৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: মাদানী কোর্স

হাদিসে পাকে রয়েছে: আলিম হও! শিক্ষার্থী হও! অথবা (কমপক্ষে) ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী হও! চতুর্থ নম্বর হয়ো

না, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে। (দারামী, পৃ:৯৬, হাদিস: ২৫৪) (আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধ্বংস হওয়া থেকে হেফাযত করুক!)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! ✮ দাওয়াতে ইসলামী ইলমে দ্বীনের নূর বন্টনকারী সংগঠন ✮ কমপক্ষে ফরয ইলমে দ্বীন যেমন অযু, গোসল, নামায, জানাযার নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি জরুরী মাসায়িল যেন প্রত্যেক মুসলমান শিখেই নেয়, দাওয়াতে ইসলামী এই মহান সংকল্প রাখে ✮ এই উদ্দেশ্যের আলোকে দাওয়াতে ইসলামী অনেকগুলো স্বল্পমেয়াদী মাদানী কোর্স পরিচালনা করে থাকে যেমন ✮ ৭দিনের দ্বীনি কাজ কোর্স ✮ ৭দিনের সংশোধনী আমল কোর্স। আরও অনেক কোর্স রয়েছে।

আপনি এই সংক্ষিপ্ত কোর্সটি করে নিন!! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত পাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে দ্বীনি মহল বানানোর মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য হাসিল করি। প্রথমে ২টি রাসূলে আকরাম صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) বললেন: নিজেদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিও না, নিশ্চয় যে ঘরে (সূরা) বাকারা পড়া হয় শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়। (মুসলিম, পৃ:৩০৪, হাদিস: ১৮২৪) (২) বললেন: যেই ঘরে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় আর যেই ঘরে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত আর মৃতের মত। (বুখারী, ৪/২২০, হাদিস: ৬৪০৭) ✮ ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চ স্বরে সালাম দিন।

☆ মা - বাবাকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী ভাই সম্মানিত পিতা ও ইসলামী বোনেরা নিজের মায়ে হাত – পা চুম্বন করুন। ☆ মাতাপিতার সামনে আওয়াজ নিচু রাখুন, কখনো তাদের চোখের সাথে চোখ রাখবেন না। ☆ তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রতিটি কাজ যা শরীয়তের পরিপন্থী না, দ্রুত করে দিন। ☆ মা বরং ঘর (ও বাহিরে) একদিনের বাচ্চার সাথেও "আপনি" বলে সম্বোধন করুন। ☆ নিজের এলাকার মসজিদে ইশার নামাযের সময় থেকে নিয়ে দুই ঘন্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ুন। ☆ হায়! তাহাজ্জুদের সময় যদি আমাদের চোখ খুলে যেত নতুবা কমপক্ষে ফজরের নামায যেন সহজে (মসজিদের প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে) আদায় করতে পারি তাহলে কাম - কাজে কোন অলসতাও আসবে না। ☆ ঘরে যদি নামাযে কোন অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, নাটক এবং গান – বাজনা চলে তবে বার বার বাধা দিবেন না। ☆ সবাইকে নম্রতার সাথে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ক্যাসেট শোনান। اِنْ شَآءَ الله! মাদানী ফলাফল দেখতে পাবেন। ☆ ঘরে যতই বকাবকি বরং প্রহারও করুক না কেন, ধৈর্যধারণ করুন, যদি আপনি মুখ চালান তবে "দ্বীনি পরিবেশ" এর কোন আশা থাকবে না বরং আরও খারাপ হতে পারে।

ঘোষণা

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর অবশিষ্ট মাদানী ফুল মাদানী হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً

دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৩ এপ্রিল ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর অবশিষ্ট মাদানী ফুল

✫ অহেতুক কঠোরতা করার কারণে অনেক সময় শয়তান মানুষকে জেদী বানিয়ে দেয়। সুতরাং রাগ, বকাবকি এবং ধমক ইত্যাদির অভ্যাস একদম ছেড়ে দিন। ✫ ঘরে প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের দরস অবশ্যই দিন বা শোনান। ✫ নিজের পরিবারের লোকদের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়াও করতে থাকুন কেননা দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার। ✫ শশুরবাড়িতে থাকা ইসলামী বোনের যেখানে ঘরের কথা হয়েছে সেখানে শশুরবাড়ি আর যেখানে মা - বাবার কথা বলা হয়েছে সেই স্থলে শশুর – শাশুড়ির সাথে ওই সদাচারণ করবেন যেটা শরীয়তের নিষেধ নেই। (জান্নাত কী তৈয়ারী, ১৬-১১৮) ✫ পরিবারের লোকদের গুনাহভরা চ্যানেল থেকে বিমুখ করে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল দেখার ব্যবস্থা করুন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজভেরী, পৃ:৭) ✫ গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন! ঘরে তুই তুকারি, আবে তাবে আর হাসি - তামাশা করা, কথায় কথায় রাগ করা, খাবারের দোষ ধরা, ছোট ভাই – বোনকে ধমক দেওয়া, মারা, বাড়ির বড়দের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার অভ্যাস থাকলে আপনার আচরণ পুরোপুরি পরিবর্তন করুন, প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন।

(ফয়যানে শামসুল আরেফীন, পৃ:২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুমন্ত্রণা দূর করার সময় পড়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী “কুমন্ত্রণা দূর করার সময় পড়ার দোয়া” মুখস্ত করানো হবে। যথা:

اَللّٰہُ اَحَدٌ اَللّٰہُ الصَّمَدُ لَمۡ یَلِدۡ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ۔

অনুবাদ: আল্লাহ এক আল্লাহ পাক অমুখাপেক্ষী তার কাছ থেকে কেউ জন্ম নেননি এবং তিনিও কারো কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, আর তার সমকক্ষ কেউ নেই, আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (খযিনায়ে রহমত, পৃ:৫৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد